নীরবতা নয়, প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠুন

প্রিয় বন্ধু,

কেমন একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি বলুন তো? এমনটা কি আদৌ অভিপ্রেত ছিল কারও কাছে? আমাদের মধ্যে পছন্দ-অপছন্দ, ভাবনা-চিন্তায় পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু তা বলে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার ব্যয়, চিকিৎসার খরচ, পেটের খিদে, প্রতিদিনের সংসারের খরচ এগুলো তো আলাদা নয়। সব কর্মচারীর ক্ষেত্রেই একই রকম। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে আক্রান্ত আমরা সবাই।

তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমাকে, আপনাকে রক্ষা করবে কে? কার দায়িত্ব রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক প্রতিকূলতার ঝাপটা থেকে রক্ষা করা? নিশ্চিতভাবেই এই দায়িত্ব নিয়োগকর্তা রাজ্য সরকারের। আমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনতো রাজ্য সরকারকেই মেটাতে হবে। এটাই তো দেশ-কাল নির্বিশেষে আবহমানকালের স্বীকৃত পদ্ধতি। এই স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই তো অতীতে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের দাবি উত্থাপিত হয়েছে, অর্জিতও হয়েছে। এতো কোন আকাশ-কুসুম চাহিদা নয়। মূল্যবৃদ্ধির দাপট থেকে কর্মচারীদের রক্ষা করে সুস্থ-স্বাভাবিক কর্মজীবন ও সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করা সরকারের দায়। আবারও জোর দিয়ে বলছি, এ দায়িত্ব তো সরকারেরই।

সরকার অন্যান্য অংশের মানুষের চাহিদা যেমন মেটাবে, উন্নয়ন হবে, শিল্পায়ন হবে, বেকারদের চাকরীর ব্যবস্থা করবে, তেমনি কর্মচারীদের দাবিও মেটাবে। এমনটাই তো সকলে চায়—তাই আমরাও চাই সরকার সকলের সাথে সাথে আমাদের কথাও ভাবুক। সরকারেরই ঘোষণা হল রাজ্যের আয় বেড়েছে, তর-তর করে নাকি এগিয়ে চলেছে রাজ্য! তাহলে রাজ্যের তথাকথিত উন্নয়নের প্রতিফলন সমাজ-জীবনের কোথাও চোখে পড়ছে না কেন? আমরাই বা উন্নয়নের স্রোতে গা ভাসাতে পারছি না কেন? আমরা কি অপরাধ করেছি? আমাদের সাথে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করা হচ্ছে, রুটির টুকরো ছুঁড়ে দেওয়ার মতো যখন খুশি এক কিস্তি মহার্ঘভাতা ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, সারা ভারতের অন্যান্য রাজ্য সরকার যখন ১০০ বা ১০৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিচ্ছে তখন আমাদের রাজ্যে কেন ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকছে?

বকেয়া দাবি আদায়ে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি মেনে প্রায় সব পদ্ধতিই আমরা ব্যবহার করেছি। দাবি সনদ পেশ থেকে শুরু করে মিছিল-সমাবেশ-অবস্থান এমনকি ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ মন্ত্রীসভার প্রতিনিধির সাথে আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু সরকারের কোন হেল-দোল নেই। সরকারের চূড়ান্ত উপেক্ষা-উদাসীনতা দেখে মনে হয় আমরা যেন শত্রুপক্ষ। এমনটাই চলবে? নতুন পাওনা পাওয়া তো দূরের কথা, যা পেয়েছিলাম তাও ধরে রাখতে পারব না? আমার অধিকার তো আমার সম্পদ। সেই সম্পদ চুরি হয়ে যাবে, আর আমরা আমাদের ক্ষোভকে পুষে রাখব, উগরে দেব না? না, আর বঞ্চনা-নিপীড়ন সহ্য করতে রাজী নই। তাই আবারও প্রতিবাদে সামিল হব আমরা। তবে এবার একটু অন্যভাবে। প্রশাসনের ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে করতেই চলবে প্রতিবাদ। কারণ প্রশাসনে কাজটা আমরা করি সাধারণ মানুষের জন্য। তাই সেই কাজটাও চলবে, প্রতিবাদও চলবে নীরবে। ৫ মে - ৭ মে ২০১৫ আমার বুকে লাগানো অ্যাপ্রনে লেখা থাকবে ক্ষুধা-বঞ্চনা মেটাবার দাবি। বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, পে-কমিশন গঠন, চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীর মত সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও শূণ্যপদ পূরণ—চারটে জ্বলন্ত দাবি। অফিস দপ্তর থেকে ছড়িয়ে পড়বে সারা পশ্চিমবাংলায়। আর ৮ মে টিফিনে হবে বিক্ষোভ সভা, নীরবতা ভেঙ্গে ক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত।

আপনারও তো থাকা চাই বন্ধু। কারণ দাবিগুলিতো আপনারও। বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা চাই না সংঘাত, চাই সমাধান।

কেন্দ্রীয় কমিটি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে মনোজকান্তি গুহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিও-প্রিন্ট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।